দৈনিক বাংলা

ঢাকা : বুধবার, ১৮ই মাঘ, ১৩৯৫ ; ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯

শিক্ষা : সাংবিধানিক অঙ্গীকার

দেশে এখন শিক্ষা সপ্তাহ চলছে। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালা। উদ্বোধনকালে প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ গণসাক্ষরতা ও সার্বজনীন শিক্ষাকে সাংবিধানিক অঙ্গীকার বলে উল্লেখ করেন। প্রেসিডেন্টের এই উক্তি শিক্ষাউন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্বের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকল মহলের নজর আকৃষ্ট করবে বলেই আমরা মনে করি।

শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন করে কথা বলার প্রয়োজন করে না। আমাদের ধর্মে ও নারী-পুরুষে সবার জন্যে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক বা 'ফরজ' বলা হয়েছে। শিক্ষা অজ্ঞানতা দূর করার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে থাকে। শিক্ষা তাই আত্মিক আর জাগতিক সকল উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এ উপলব্ধি থেকেই আমাদের সংবিধান প্রণেতারা এর মৌলিক ধারাগুলোতে শিক্ষার সার্বিক বিস্তারকে অন্যতম অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করে থাকবেন।

এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাংবিধানিক অঙ্গীকারের প্রশ্নটিকে সামনে আনলেন। বিষয়টিকে আমরা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যার সমাধান ও শিক্ষার বিস্তারকে অগ্রাধিকার দিয়ে আসছেন পরিসংখ্যানই এ উক্তি সমর্থনের জন্যে পর্যাপ্ত। যেক্ষেত্রে ৮২-৮৩ সনে শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ ছিল তিনশ কোটি টাকারও কম, সেক্ষেত্রে চলতি অর্থবছরে এই বরাদ্দের পরিমাণ সাড়ে এগারো শ কোটি টাকারও বেশি। শিক্ষার বিকাশ আর বিস্তারকে এ অগ্রাধিকার প্রদানটিরও তাৎপর্য আছে। দেশময় আজ উন্নয়নের ব্যাপক কর্মযজ্ঞ হাতে নেয়া হয়েছে। যার ফলে জাতি আত্মবিশ্বাস আর আত্মমর্যাদা ফিরে পেয়েছে। জাতীয় লক্ষ্য পূরণের সম্ভাবনা নিয়ে জন্ম নিয়েছে উচ্চ আশাবাদ। আস্থার এই মনোভাবকে বাস্তব অর্জনে রূপান্তরিত করতে হলে অজ্ঞতা আর অশিক্ষার অন্ধকার তাড়াতেই হবে, গড়ে তুলতে হবে দক্ষ জনশক্তি। এর কোনো বিকল্প নেই এবং থাকতে পারে না। শিক্ষাসংক্রান্ত সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণ তাই অপরিহার্য করণীয়।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ সকল আর্থিক সংকট সত্ত্বেও শিক্ষাকে তার প্রাপ্য অগ্রাধিকার দিয়েছেন, বারবার এর গুরুত্বের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাচ্ছেন। এর পরও শিক্ষাক্ষেত্রে হতাশার উপস্থিতি সত্যিকার অর্থেই পরিতাপের বিষয়। আমাদের অস্তিত্বের স্বার্থে সকল সমস্যার সমাধান হওয়া উচিত ছিল। এই না হওয়ার কারণ একটাই, দীর্ঘদিনের জমাট বাঁধা আবিলতা একদিনে কিংবা একক প্রচেষ্টায় দূর হওয়ার নয়। শিক্ষা কার্যত গোটা জাতির নির্ভর। শিক্ষার সমস্যা তাই সমগ্র জাতির সমস্যা। ক্ষুদ্র বা দলীয় স্বার্থের উপরে শিক্ষাকে স্থান দেয়া হলে কোনো সমস্যাই লক্ষ্য অর্জনের অন্তরায় হতে পারে না। বিগত কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় আশার আলো দেখা দিতে শুরু করেছে। প্রেসিডেন্ট এরশাদের প্রদর্শিত এই দিকনির্দেশনা অনুসৃত হলে সব হতাশার অপনোদন ঘটবে একথা দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা চলে।